ডোমজুড়ে আগুনের ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে ৩ জনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: সদ্য দেশ থেকে আপনজনের বাড়িতে এসে শান্তিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা। রাতে ঘুমিয়েছিলেন শান্তির ঘুম। কিন্তু সেই ঘুম যে শেষ ঘুম হবে তা কল্পনা করতে পারেননি তাঁদের পরিজনরা। পাশের কারখানার আগুনের ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হল তিনজনের। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে হাওড়ার ডোমুজড়ের অঙ্কুরহাটির একটি ফুটওয়্যার ফ্যাক্টরিতে। জানা গিয়েছে, ওই ফুটওয়্যার ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন কমলেশ যাদব। ফ্যাক্টরি নিচে কাজকর্ম হয় আর ওপরে অফিস ঘর। অফিস ঘরের পাশেই একটি থাকার ঘর আছে। সেই ঘরেই কমলেশবাবু তাঁর স্ত্রী ও পরিজনরা রাতে শুয়েছিলেন। মোট পাঁচজন ঘুমোচ্ছিলেন সেই ঘরে। ওই দিন রাতেই পাশের একটি কারখানায় আগুন লাগে। সেই আগুন নেভাতে আসে দমকল কর্মীরা। তখনই সেই ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে যায় পাঁচজনের। দমকল কর্মীরা পাঁচজনকে উদ্ধার করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে তিনজন মারা যায়। মৃত তিনজনের নাম কমলেশের ভাই জয়প্রকাশ যাদব (২২), ভগ্নিপতি যপু যাদব (১৯) ও অভিষেক যাদব (১৪)। এই ঘটনায় হাওড়ার ডোমজুড় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

শিশু জগৎ

বিন্দুগুলি যুক্ত করো

সুডোকু মেলাও — বুদ্ধি বাড়াও

9			3					
6			7	1				
	3	4			2		6	1
1							8	
	9	3		8		2	7	
	2							4
2	7		1			6	4	
				2	6			7
					3			8

গতকালের সমাধান

7	9	8	4	5	1	2	6	3
2	3	4	9	7	6	1	8	5
1	6	5	3	2	8	4	9	7
6	5	3	2	9	4	8	7	1
4	2	1	7	8	5	6	3	9
8	7	9	1	6	3	5	4	2
3	8	2	6	1	7	9	5	4
5	1	7	8	4	9	3	2	6
9	4	6	5	3	2	7	1	8

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ২৭ ডিগ্রি ও ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** বুধবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ২৭ ডিগ্রি ও ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৪৮ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৫।৫৯, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৪।৫১ **জোয়ার:** ভোর ৬.০৩। **ভাঁটা:** সকাল ১১.০০।

— সমাধানের নিয়ম —

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।

–সম্পাদক

মুদ্রা বিনিময় হার

RBI REFERENCE RATE

INR / 1 USD	:	64.4058
INR / 1 Euro	:	76,3209
INR / 100 Jap. YEN	:	57.7500
INR/1 Pound Sterling	:	86.1428

শেয়ারসূচক

BSE	33,602.76	▼ (-8.53)
NIFTY	10,361.30	▼ (-8.95)

শব্দলিপি- ১০৬০

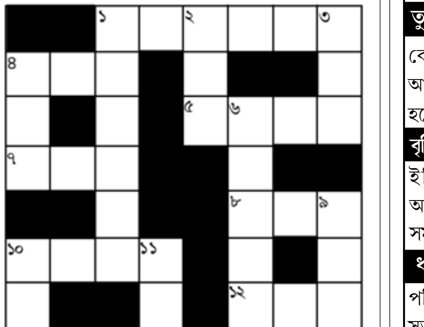

করুণা হালদার

পাশাপাশি ঃ ১। পায়রার খোপ ৪। অন্যরকম ৫। 'মা ফলেষু—' ৭। শ্রেষ্ঠা ৮। বকের সারিতে রবীন্দ্রকাব্য ১০। সভ্য ১২। আলতা ১৩। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের দেবীচণ্ডী

উপরনীচ ঃ ১। সত্যরক্ষাকারী ২। ছুতোর সাপবিশেষ ৩। মহিলা শ্রমিক ৪। রূপহীন ৬। দনুজপীড়নকারিনী দুর্গা ৯। কর্মসম্পাদক ১০। আগুন ১১। আকস্মিক বেগ

সমাধান ঃ শব্দলিপি - ১০৫৯

পাশাপাশি ঃ ১। নবাঙ্কুর ৪। কামনা ৬। নমস্কার ৭। কমলাসনা ৯। রঙ্গবিরঙ্গ ১১। ললাটিকা ১৩। নরক ১৪। রসবর

উপরনীচ ঃ ২। বাদাম ৩। রবিরকর ৪। কানমলা ৫। নায়ক নায়িকা ৬। নজিরবিহীন ৮। মঙ্গলবার ১০। বিধায়ক ১২। টিউব

বিজেপি নেতাদের হুঁশিয়ারি দিলেন অনুব্রত

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাঁইথিয়া: পদ্মাবতী ইস্যুতে এবার মুখ খুললেন বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। সেই সঙ্গে বিজেপি নেতাদের হুঁশিয়ারিও দিলেন তিনি। পদ্মবতী রিলিজ করতে না দেওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ২৪ নভেম্বর টিম পদ্মাবতীকে রাজ্যে স্বাগত জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পাল্টা হিসেবে শূর্পণখার নাক কাটার প্রসঙ্গে টেনে মমতাকে হুঁশিয়ারি দেন হরিয়ানার বিজেপি নেতা সূরজ পাল আমু। আজ এর জবাব দিলেন অনুব্রত। বীরভূমের আমোদপুরে দলীয় সভায় উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। উঠে আসে পদ্মাবতী প্রসঙ্গ। অনুব্রত বলেন, 'আগে নখ কাটুক। তারপর নাক কাটবে। এটা বাংলা। এখানকার মানুষ সচেতন। ওখানে দাঁড়িয়ে আঙুল নাড়ানো যায়। এখানে দাঁড়ালে দেখবেন আঙুলটাই নাই।' সম্প্রতি একটি জনসভা থেকে অনুব্রতকে বুড়ো বলে কটাক্ষ করেছিলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। এর জবাবে অনুব্রত বলেন, 'উনি বয়স্ক লোক। অনেক বয়স। দীর্ঘদিন চেয়ারে ছিলেন না। চেয়ার ফাঁকা। দুটো খারাপ কথা বলতেই পারেন। ভুল করেও কিন্তু ময়দানে আসবেন না। মানুষ ছেড়ে দেবে না। রুখে দাঁড়াবে।' আমোদপুরে একাধিক প্রকল্পের আশ্বাসও দিয়ে আসেন অনুব্রতবাবু। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, মা-মাটি-মানুষের মুখ্যমন্ত্রী মানুষের কথাই ভাবে। আমরাও তাঁর পথের পথিক। কীভাবে উন্নয়ন করলে মানুষের ভালো হবে, নির্দেশ দিন। কাজ করে দেখাব। মিথ্যা কথা বলব না। কাজ করে দেখিয়ে যাব।'

ভাগ্যলিপি

মেষ
কর্মস্থলে সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

বৃষ
আজ আপনি কাজের ফল নাও পেতে পারেন।

মিথুন
আবেগ ছেড়ে নিজের ওপরে বিশ্বাস রাখুন। এগিয়ে যেতে পারবেন।

কর্কট
শিল্পী ও চলচিত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা আজ সাফল্য পেতে শুরু করবেন।

সিংহ
সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সফল হবেন। লেনদেনের ক্ষেত্রে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

কন্যা
ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সফল দিন। সন্ধ্যার পর আপনি মানুষের সঙ্গে দেখা না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

তুলা
কোনও কারণ ছাড়া আজ আপনার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারেন।

বৃশ্চিক
ইতিবাচক পরিবর্তন হবে আজ। সন্ধ্যার পরে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

ধনু
পরিবার বন্ধুদের কাছে আজ সর্তকভাবে কথা ভাবার চেষ্টা করুন। ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

মকর
মানুষিকভাবে আজ সুস্থ থাকতে হবে আপনাকে।

কুম্ভ
আপনার কঠোর পরিশ্রম আজ কাজে আসবে। সাফল্য পাবেন।

মীন
ঝুঁকির দিন আজ। আর্থিক ক্ষেত্রে আজ আপনি সমস্যা থাকবেন।

দ্বিতীয় মা মাটি মানুষ সরকারের ৫০০ দিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দ্বিতীয় মা মাটি মানুষ সরকারের ৫০০ দিন পূর্ণ হল। উন্নয়নের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্য প্রচুর জনমুখী কাজ করেছে এই সরকার। পাশাপাশি রাজ্যের কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকদের স্বার্থে নানা কাজ করেছে এই সরকার। হাওড়া জেলা পরিষদের কৃষি ও সেচ কর্মাধ্যক্ষ রমেশ চন্দ্র পাল আর্থিক লিপিতে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান, দ্বিতীয় মা মাটি মানুষের সরকার নানা উন্নয়ন ঘটিয়েছে এই রাজ্যের। দেখে নেওয়া যাক বিগত ৫০০ দিনে নেওয়া কিছু উন্নয়নমূলক কর্মসূচি :- বাংলার কন্যাশ্রীর বিশ্বজয়। রাষ্ট্রসংঘের 'পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' পেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প। কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা নির্মাণ। হুগলি জেলায় নতুন পুলিশ কমিশনারেট তৈরি। নোট বাতিলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সমর্থন প্রকল্প। সফলভাবে অনূর্ধ্ব-১৭ ফিফা বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা সঞ্চালনা। দুর্গাপুজো, দীপাবলি ও ছট পুজোতে বিশেষ ফুড প্যাকেজ বিতরণ। 'একুশে অন্নপূর্ণা প্রকল্প এবার পৌঁছে গেছে জেলায় জেলায়। জিএসটি রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য ছোট ব্যবসায়ীদের বিনামূল্যে সফটওয়্যার প্রদান। ধান উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে শীর্ষে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ১.৬ কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছে। কৃষিজমির ওপর খাজনা মকুব করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের সমস্ত চুক্তিভিত্তিক মহিলা কর্মীরা পুরো বেতন পাবেন মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়। ২০২১ সালের মধ্যে রাজ্যে নতুন ১২টি মেডিক্যাল কলেজ খোলার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ২০১৬ সালে চতুর্থবার রাজ্য পেয়েছে কৃষি কর্ম পুরস্কার। ২০১৫ সালের (১০.০৯ লক্ষ) তুলনায় ২০১৬ সালের (৩২.৪০ লক্ষ) খারিফ মরশুমে বাংলা ফসল বিমা যোজনার আওতায় এসেছেন অনেক বেশি কৃষক।

এখন পর্যন্ত ১৬৫টি কৃষক বাজার তৈরি হয়েছে এর মধ্যে ১৪৯টি কৃষক বাজার মূলত ধান বিপণন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। ২০১৬ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে গ্রামীণ সড়ক যোজনায় ৫২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৪৬.৯৮৫ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ হয়েছে বলে রমেশবাবু জানান।

নাম বিতর্কে পুলিশের হস্তক্ষেপ শিবপুর হিন্দু হাইস্কুলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: নাম বিতর্কে পুলিশ এল স্কুলে। স্কুলের গেটে নাম লেখা নিয়ে বিতর্কে জড়াল স্কুলের প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ, অভিযোগ পুলিশে। ঘটনাটি হাওড়ার শিবপুরের হিন্দু গার্লস স্কুলের। একই ভবনে সকালে চলে প্রাথমিক বিভাগ ও বেলায় উচ্চ বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন। একটি প্রবেশপথ দিয়ে সকালের প্রাথমিক বিভাগের পড়ুয়ারা যাতায়াত করে, অন্য একটি গেট বেলায় বাকি উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের জন্যে খোলা হয়। বুধবার বেলায় উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের ক্লাস শুরুর আগে স্কুল কর্তৃপক্ষের চোখে পড়ে প্রাথমিক বিভাগের জন্যে বরাদ্দ গেটে স্কুলের নামের সঙ্গে প্রাথমিক বিভাগ লেখাটি। এরপরেই তড়িঘড়ি লেখাটি মোছার উদ্যোগ নিলে শিবপুর থানায় অভিযোগ জানানো হলে পুলিশ এসে বাধা দেয় বলে জানা যায়।

কিছুদিন আগেই স্কুলের সার্ধশতবর্ষের অনুষ্ঠান নিয়ে দুই বিভাগের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত। সেই বিবাদের জেরে সার্ধশতবর্ষের অনুষ্ঠান দুটি বিভাগে আলাদা আলাদা করে করা হয়। তারপরেই স্কুলের একটি গেটে হিন্দু গার্লস হাইস্কুলের নাম লেখাটি মুছে দিয়ে হিন্দু গার্লস প্রাইমারি স্কুল লেখা হয় বলে অভিযোগ। বেলায় দিবা বিভাগের শুরুর সময়ে বিষয়টি চোখে পড়ে হাইস্কুলের কর্মকর্তাদের। সঙ্গে সঙ্গেই গেটটির প্রাইমারি লেখা অংশটি মুছে দেওয়া হয়। এর মধ্যেই বিষয়টি জানতে পেরে শিবপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে পৌঁছায় ঘটনাস্থলে। উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষিকা শ্রাবণী মজুমদার জানান, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের একটি অংশ ভাড়া নিয়ে চলে এই প্রাথমিক স্কুল। তিনি আরও জানান প্রাথমিক বিভাগের বোর্ড লাগাতে হলে আলাদা একটি ছোট বোর্ড লিখে লাগানো যেত, কিন্তু মূল নামটিকে পালটে দেওয়া ঠিক হয়নি। এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষিকা মালা মুখার্জি জানান, ১৮৬৭ সালে স্থাপিত হয় এই প্রাথমিক বিভাগ। যদিও নামের ক্ষেত্রে স্কুল ভবনে কোনও অস্তিত্ব নেই প্রাথমিক বিভাগের। বছরে ৩০ হাজার টাকা মেন্টেনেন্স বাবদ দিলেও নাম লিখলে তা মুছে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করেন মালা মুখার্জি। এই ঘটনায় দুটি স্কুলের পঠন পাঠনে কোনও প্রভাব পড়েনি। দুটি বিভাগেই যথারীতি ক্লাস হয়েছে বলে জানা গেছে।

গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারাপীঠ: গলায় কাপড়ের ফাঁস দেওয়া অবস্থায় লজের ঘর থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির মৃতদেহ। ওই ব্যক্তি লজটির ম্যানেজার ছিলেন বলে জানা গেছে।

তারাপীঠের রবীন্দ্রপল্লির একটি লজে ম্যানেজারের কাজ করতেন সুকুমার পাল (৫০)। বাড়ি বোলপুরে। বছর তিনেক ধরে ওই লজে ম্যানেজারের কাজ করছিলেন তিনি। লজের এক কর্মী বাপী ভুঁইমালি বলেন, 'আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খান সুকুমারবাবু। তারপর সিসিটিভি-র মেন সুইচ বন্ধ করে দেয়। তারপর ঘরে গিয়ে বিছানার চাদর ছিঁড়ে দড়ির মতো পাকিয়ে ফ্যানের সঙ্গে বেঁধে ঝুলে পড়েন। সিসিটিভি বন্ধ হওয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখি মেন সুইচ বন্ধ। তারপর সুকুমারবাবুকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে খোঁজখবর শুরু করি। তখন ঘরে তাঁকে ঝুলতে দেখি।' পরে খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি পাঠানো হয়েছে রামপুরহাট হাসপাতালে।

খবর দেওয়া হয়েছে মৃতের পরিবারের লোকজনকেও। ঘটনাটি আত্মহত্যা বলেই পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

সাঁকরাইলে পাঁচিলে চাপা পড়ে ৩ জনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: মঙ্গলবার ভোররাতে হাওড়ার সাঁকরাইলের বাণীপুর ন্যাশনাল জুটমিলে পাঁচিল চাপা পড়ে তিনজনের মৃত্যু হল। মৃত তিনজনের নাম চন্দন চৌধুরি, ভজুয়া শেখ ওরফে ভদু ও শম্ভু বিসওয়াল বলে জানা গিয়েছে। এই পরিত্যক্ত জুটমিলে মোট সাতজন গিয়েছিল। তাদের মধ্যে অজয় চৌধুরি নামে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। তিনজন মারা যান আর বাকি তিনজন পলাতক। অজয়বাবু পুলিশকে জানান, পাঁচিল ভেঙে গায়ে পড়াতেই এই মৃত্যু। অপর একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, বুধবার ভোরে প্রাত:ভ্রমণকারীরা দেখতে পান পাঁচিল ভেঙে পড়ে আছে এবং তার ভেতর থেকে কয়েকটি হাত বেরিয়ে আছে. তখন তাঁরা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে। তদন্তে পুলিশ।

খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: খুনের দায়ে যাবজ্জীবন সাজা হল অপরাধীর। এক শিশুকে অপহরণ করে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল এলাকার দুষ্কৃতী কমল রায়। এই ঘটনা দেখে ফেলেছিলেন দেবেন্দ্র সিং (৬০)। এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। পরিণামে স্ত্রী, সন্তানদের সামনে কমল রায়ের হাতে খুন হতে হয় দেবেন্দ্রবাবুকে। বুধবার হাওড়া জেলা আদালতের ফাস্ট ট্রাক সেকেন্ড কোর্টের বিচারক অমিত চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনায় দোষী কমল রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫,০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন।

এদিন সরকারি আইনজীবী রঞ্জন নায়েক জানিয়েছেন, হাওড়া শিবপুরের ফোর্ট উইলিয়াম জুটমিলের সুপারভাইজার ছিলেন দেবেন্দ্র সিং। রাজনারায়ণ ঘাটের কাছে সেই জুটমিলের আবাসনের দুই তলায় থাকতেন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯ অক্টোবর ১৯৯৪। ওই দিন রাত প্রায় ১২টা নাগাদ প্রায় ১০ বছর বয়সি এক শিশুকে অপহরণ করে সেই আবাসনের একটি ঘরে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল অভিযুক্ত কমল রায়। সেই ঘটনা দেখে ফেলেই দেবেন্দ্রবাবু। এই ঘটনা দেখে প্রতিবাদ করেন তিনি। এই প্রতিবাদ করার পর চলে যায়। এরপর সেই রাতেই দেবেন্দ্রর বাড়ি আসে কমল। বাড়িতে এসে তাঁর স্ত্রী এবং তিন ছেলের সামনে ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে খুন করে সে।

এই ঘটনার পর দেবেন্দ্রর ছেলে অভিজিৎ সিং শিবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ কমলের বিরুদ্ধে ৩০২/৩৪ ধারায় মামলা শুরু করে। মোট ৯ জন সাক্ষী এই মামলায় সাক্ষ্যদান করে। একজন পরে নিজেকে এই মামলা থেকে সরিয়ে নেয়। পরে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সে জামিন পেলেও পরে ২ বছর ধরে সে জেলে ছিল। মঙ্গলবার তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত।

কুমির আতঙ্কে ক্যানিংয়ের বাসিন্দারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং: গ্রামের পুকুরে হঠাৎ কুমির ভেসে থাকতে দেখে আতঙ্কিত এলাকার মানষ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের গোলাবাড়ি এলাকায়।

ক্যানিংয়ের সাত নম্বর গোলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা সমতুল হালদার। গতকাল দুপুরে তাঁর পুকুরে একটি কুমির ভেসে থাকতে দেখেন এলাকার মানুষ। এরপর থেকেই গ্রামে কুমিরের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বিকেল থেকে কুমির দেখতে পুকুরপাড়ে ভিড় জমিয়েছেন প্রচুর মানুষ। বিকেলেই বন দফতরকে খবর দেওয়া হয়। বন কর্মীরা এসে কুমির ধরতে পুকুরে জাল টানা শুরু করেন। কিন্তু, এখনও ধরা পড়েনি কুমির। তাতেই ভয় পাচ্ছেন গ্রামের মানুষ। স্থানীয়দের ধারণা, মাতলা নদী থেকে কোনওভাবে কুমিরটি গ্রামের পুকুরে ঢুকে পড়েছে।

নাবালিকার বিয়ে রুখল পাথরপ্রতিমার প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ: নাবালিকার বিয়ে রুখল পাথরপ্রতিমার প্রশাসন। সূত্র মারফৎ ব্লক প্রশাসনের কাছে খবর আসে, সোমবার দিগম্বরপুর গ্রামে বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে।

পাত্রী নাবালিকা সুদেষ্ণা পুরকাইত বয়স চোদ্দ বছর। অস্টম শ্রেণির ছাত্রী স্থানীয় গদা মনুরা শিক্ষা নিকেতন হাইস্কুলের ছাত্রী। পিতা সত্যবান পুরকাইত শ্রমিকের কাজ করে। পাথরপ্রতিমার বিডিও সুদেষ্ণার বাড়িতে সোমবার দলবল নিয়ে হাজির হন। জানতে পারেন সুদেষ্ণার সঙ্গে গুরুদাসপুরের পলাশ মিদ্যার বিয়ে ঠিক হয়েছে। বিডিও সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে সুদেষ্ণার বাবা জানান, গরিব পরিবার। বেশিদূর লেখাপড়া করাতে পারবে না। পাত্রপক্ষ মেয়েকে পছন্দ করেছে। কোনও দাবি নেই, তাই বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছেন। বিডিও এবং ঢোলা থানার ওসি বাবা-মাকে বোঝান। আঠারো বছর না হলে সুদেষ্ণাকে বিয়ে দেওয়া যাবে না। সুদেষ্ণা অবশ্য রাজি ছিল না এই বিয়েতে। যাইহোক, প্রশাসনের কথায় সুদেষ্ণার বাবা বিয়ে বন্ধ রাখেন। মেয়ের পড়া বন্ধ করবেন না কথাও দেন। এই মর্মে একটি মুচলেকাও দেন পাথরপ্রতিমা বিডিওর কাছে। সুদেষ্ণা সকলকে কথাদেয় নিয়মিত স্কুলে যাবে। কন্যাশ্রী প্রকল্প সম্পর্কে তার জানা আছে। কিন্তু কী করবে। বাবা-মা গরিব। তাঁদের কথা রাখতে এই বয়সে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল। বিডিও সাহেব সুদেষ্ণাকে বলেন, যখন প্রয়োজন হবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। পড়াশুনার জন্য কোনও সাহায্যের দরকার হলে তাও যেন বিডিওকে জানায় সুদেষ্ণা।

বসিরহাটে স্কুল ছাত্রের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট: বসিরহাটের হাসনাবাদে পিচ বোঝাই ডাম্পার ও রোলারের মধ্যে পড়ে মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম মেহেদি আলম। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র সে। ঘটনার পর পুলিশ মৃতদেহ তুলতে গেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষজন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুর তিনটে নাগাদ বসিরহাটের ন্যাজাট রোডের হাসনাবাদের রাজাপুর এলাকা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল ওই ছাত্রটি।

সোনার গহনা নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এলেন বৃদ্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাবড়া: নিজের গচ্ছিত সোনার গহনা নিয়ে হাবড়া হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এলেন সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ মহিলা। তাঁর পরিবারে কেউই নেই। ভরসা শুধু তাঁর সঙ্গে থাকা কিছু সোনা গহনা। বৃদ্ধার সোনার গহনা পুলিশের হাতে গচ্ছিত রেখে বৃদ্ধাকে ভর্তি করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁর চিকিৎসা চললেও পরিবারের কোনও হদিশ না মেলায় বিপাকে পড়েছেন হাবড়া হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে হাসপাতালের সুপারও। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃদ্ধার লিভারে জল জমেছে। ভালো চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করতে না পরায় বৃদ্ধার চিকিৎসা নিয়ে সংকটে পড়েছেন চিকিৎসকেরা। বৃদ্ধা কিছু সোনার গহনা নিয়ে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়ায় সংকট আরও বেড়েছে চিকিৎসকদের। তবে ইতিমধ্যে হাবড়া হাসপাতালের চিকিৎসকেরা মানবিকভাবে বৃদ্ধার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন হাসপাতালে সীমিত পরিকাঠামোর মধ্যে। হাসপাতালের সুপার শঙ্করলাল ঘোষ জানান, দিন দুয়েক আগে হাবড়া উঁচু আমতলার দুই মহিলা রাস্তার ধার থেকে ওই বৃদ্ধাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে হাবড়া হাসপাতালে।

CHANGE OF NAME

I, "**KUNDAN YADAV (New Name)**, Son of Raghunath Yadav, previously called **KUNDAN KUMAR YADAV (OLD NAME)**, resident of 146/1, Old China Bazar Street, 4th floor, P.S. Burrabazar, Kolkata-700001, hereby solemnly declare that I will be known / pronounced as "**KUNDAN YADAV**" **(New Name)** in all the Government / private documents with immediate effect vide notary public affidavit before CMM's Court at Bankshall Court, Kolkata on 29.11.2017.